KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-2 ● Issue- 19 ● Bardhaman ● 15 March 2025 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

আমন্ত্রণ

খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে ২৩ মার্চ রবিবার বিকেল ৩ টে থেকে শিপতাই হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিশেষ আলোচনা সভা। আলোচ্য বিষয় - '' সাক্ষী পঁচিশ, বইয়ের পাতা,উড়লো যেন ফানুস, বোঝার আগেই,ভাবলি বোঝা,ওরে বহুরূপী মানুষ।" আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শিপতাই মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, আরামবাগ গার্লস কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড.বাণী প্রসাদ সেন এবং শুধু সুন্দরবন চর্চা পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী।

সবার সাদর আমন্ত্রণ

● খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে ২৩ মার্চ রবিবার বেলা ১ টা থেকে শিপতাই হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা।২০ মার্চ, বৃহস্পতিবারের মধ্যে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। বিস্তারিত জানতে ও নাম নথিভুক্ত করতে হোয়াটস অ্যাপ/ কল করুন - ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

● খবর সোজাসুজি পত্রিকার উত্তর সম্পাদকীয় বিভাগের জন্য আপনার লেখা অপ্রকাশিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ, নিবন্ধ পাঠাতে পারেন। বিবেচিত হলে অবশ্যই প্রকাশ করা হবে।

● এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকেই শুরু করতে হবে দ্বাদশ শ্রেণীর তৃতীয় সেমিস্টারের ক্লাস। একাদশ শ্রেণীর ফল বেরোনোর পর যদি দেখা যায় কোনো স্টুডেন্ট ফেল করেছে তাহলে তাকে আর ক্লাস করতে দেওয়া হবে না, তাকে এগারো ক্লাসে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দিল সংসদ।

● ভোটার লিস্টে ভুতুড়ে ভোটারের দাপাদাপি,অভিযোগ।আপনার নাম ও এপিক নং ঠিক আছে তো ? নতুন ভোটার লিস্টে নিজের নাম,এপিক নং ও ঠিকানা ঠিক আছে কিনা অবশ্যই দেখে নিন।

● বাংলা আবাস যোজনার এক জনের টাকা অন্য জনের অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়ে দেওয়ার অভিযোগ।ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের চকদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের রঙ্কিনীমহুলা এলাকার ঘটনা।

● উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনেই জামালপুর ব্লকে গরহাজির ৩৯ জন পরীক্ষার্থী,যার মধ্যে ছাত্রী

(এরপর চারের পাতায়)

জমি ফেরাতে গিয়ে পাট্টা প্রাপকদের তুমুল বিক্ষোভের জেরে পিছু হটল প্রশাসন

নিজস্বপ্রতিবেদন - ধনেখালি বিধানসভার অন্তর্গত পোলবা-দাদপুর ব্লকের বাবনানের মূলগ্রাম এলাকায় হাইকোর্টের অর্ডারে জমির পজিশন দিতে গিয়ে পাট্টাদারদের বিক্ষোভের জেরে শেষ পর্যন্ত পিছু হটল পুলিশ প্রশাসন। শাসক দলের মদতে বাম আমলে পাট্টা পাওয়া খাস জমি থেকে পাট্টাদারদের উচ্ছেদ করার চেষ্টার অভিযোগ জমি মালিকের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসক দল। হাইকোর্টের রায়ে পুলিশ প্রশাসন গেছে, এখানে শাসক দলের কোনো বিষয় নেই বলে জানিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,১৯৯৪ সালে প্রায় ২৫ বিঘে জমির পাট্টা পেয়েছিল তফশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ১৭৭ জন গরিব মানুষ। কিন্তু ২০০২ সালে সেই পাট্টা খারিজ হয়ে যায় বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। অভিযোগ, বাম আমলে দেওয়া পাট্টা বাম আমলেই খারিজ হয়ে গেলেও এতদিন পজিশনে

আসতে পারেন নি জমির মালিক,পূর্বতন পাট্টা প্রাপকদের দখলেই আছে সেই জমি। সম্প্রতি কোর্টের অর্ডার নিয়ে সেই জমি দখল নিতে গিয়েই বিপত্তি। সোমবার বিশাল পুলিশ বাহিনী সঙ্গে নিয়ে মূল মালিককে জমির পজিশন ফিরিয়ে দিতে বাবনানের মূলগ্রামে হাজির হন দাদপুরের বিডিও'র নেতৃত্বে প্রশাসনিক আধিকারিকরা। কিন্তু পূর্বে পাট্টা পাওয়া জমি রক্ষা করতে কৃষক সভা ও ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে লাল ঝান্ডা হাতে প্রশাসনের পথ আটকায় পাট্টা প্রাপকরা,চলে দিনভর অবস্থান বিক্ষোভ। পাট্টা প্রাপকদের দাবি, হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে তারাও হাইকোর্টে আপিল করেছেন। তাদেরকে কয়েকদিন সময় দেওয়া হোক। পাট্টাদারদের দাবি মেনে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদেরকে আরও কয়েকদিন সময় দেওয়া হয় বলে জানা গেছে। দিনভর টানাপোড়েনের পর সোমবার বিকেল ৫ টার পর ঘটনাস্থল থেকে ফিরে যান প্রশাসনিক আধিকারিকরা। মঙ্গলবার বাবনানের মূলগ্রামে পাট্টা প্রাপকদের সঙ্গে দেখা করে তাদের জমি রক্ষার লড়াইয়েগন্ধ পাশে থাকার বার্তা দেন সারা ভারত কৃষি ও গ্রামীণ মজুর সমিতি এবং আদিবাসী অধিকার ও বিকাশ মঞ্চের পক্ষ থেকে সজল অধিকারী,গোপাল রায়, রুমা আহেরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। পূর্বে পাট্টা পাওয়া জমি নিজেদের দখলে রাখতে এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট থেকে স্টে অর্ডার পান কিনা পাট্টা প্রাপকরা,সেটাই এখন দেখার।

সবুজ সাথীর সাইকেল নিয়ে চরম হয়রানির শিকার ছাত্র-ছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন - ধনেখালি কিষান মান্ডি থেকে ছাত্র ছাত্রীদের পায়ে হেঁটে ঠেলে ঠেলে আনতে হচ্ছে সবুজ সাথীর সাইকেল ! নতুন সাইকেলের যা অবস্থা চেপে আসা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ পড়ুয়াদের।চরম হয়রানির শিকার ছাত্র ছাত্রীরা।দূর দূরান্ত থেকে পড়ুয়াদের যেতে হচ্ছে কিষান মান্ডিতে।কেউ পায়ে হেঁটে,কেউ বা ভ্যান ভাড়া করে,কেউ বা ট্রেকারে চাপিয়ে নিয়ে আসছে সাইকেল।স্কুল থেকে সাইকেল নিতে হলে ভাড়ার জন্য ছাত্র ছাত্রী পিছু ৫০/৬০ টাকা করে চাওয়া হচ্ছে ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে, অভিযোগ।নতুন সাইকেল এমন দায়সারা ভাবে ফিটিং করা হচ্ছে যে সেটা চেপে নিয়ে আসা যাচ্ছে না ! না সারিয়ে চাপা যাবে না।কি অবস্থা ভাবুন ! নতুন সাইকেল সারাতে আবার ৩০০/৪০০ টাকা করে লাগছে বলে অভিযোগ।স্কুল থেকে সবুজ সাথীর সাইকেল নিতে হলে দিতে হবে ভাড়ার টাকা,ভাবা যায় ! সবুজ সাথীর সাইকেল তো ব্লক থেকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার কথা।ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্কুলে কেন পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে না সবুজ সাথীর সাইকেল,এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।ধনেখালি ব্লকের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের ধনেখালি কিষান মান্ডি থেকে আনতে হচ্ছে সবুজ সাথীর সাইকেল, অভিযোগ।সবুজ সাথীর সাইকেল তো স্কুল থেকে দেবার কথা,সাইকেল নিতে পড়ুয়াদের কিষান মান্ডিতে যেতে হবে কেন ? উঠছে প্রশ্ন।

৪০ তম রাজ্য প্রাথমিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় 'ক' বিভাগে দীর্ঘ লম্ফনে রাজ্যে প্রথম পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর চক্রের বাণী নিকেতন রঙ্কিনী মহুলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী রিমা ভুমিজ। পাড়াতল ২ অঞ্চলের সকল প্রাথমিক,নিম্ন বুনিয়াদি ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দের পক্ষ থেকে রিমাকে সংবর্ধনা দেওয়া হল।

ধনেখালি ব্লকের সোমসপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মধুসুদনপুর থেকে সিমলা পর্যন্ত প্রায় দেড় দু'কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা।রাস্তাটি মাটির না মোরামের দেখে বোঝা দায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,বিগত প্রায় ২০/২৫ বছর আগে বাম আমলে রাস্তায় মোরাম পড়েছিল। বর্তমানে মোরামের লেশ মাত্র নেই।বর্ষায় রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করাই দায়।রাস্তাটি অবিলম্বে সংস্কারের দাবি জানাচ্ছেন এলাকার মানুষজন।

হুগলির দশঘরা থেকে গুড়াপ পর্যন্ত ২৩ নং রাস্তার বেহাল দশা। রাস্তায় বড় বড় গর্ত। ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন পথ চলতি মানুষজন। যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।

খবর সোজাসুজি
Volume-2 ● Issue- 19 ● 15 March, 2025

সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প

সময়টা বড় অস্থির। রবীন্দ্র- নজরুলের বাংলার আকাশ বাতাস আজ সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্পে ঢেকে যাচ্ছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা গুলো আলোচনা না করে খুব সচেতনভাবে চলছে ধর্মীয় মেরুকরণের কাজ।হিন্দু-মুসলিম ছাড়া যেন রাজ্যের আর কোনো সমস্যা নেই।বিধানসভার বাইরে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সংবাদ মাধ্যমের সামনে প্রকাশ্যে বলছেন বিজেপি ক্ষমতায় এলে মুসলিম বিধায়কদের চ্যাংদোলা করে রাস্তায় ফেলে দেবেন,ভাবা যায় ! এমন উস্কানিমূলক কথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতার কাছ থেকে কখনোই আশা করা যায় না।এই মন্তব্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও নিন্দনীয়। ভারত গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। সেখানে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম করে উস্কানিমূলক কথা বার্তা বলা কতটা যুক্তিযুক্ত ? বিরোধী দলনেতা কি বিভেদের রাজনীতি করে ২০২৬ এ ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন দেখছেন ? তাই কি এত মুসলিম বিদ্বেষ ? শান্ত বাংলাকে তাই কি অশান্ত করার মরিয়া প্রয়াস ? বাংলাকে কি গুজরাট, উত্তর প্রদেশ,হরিয়ানা কিংবা রাজস্থানের মতো করতে চাইছেন ? আপনাদের এই মেরুকরণের রাজনীতির ফলে হিন্দু ভাই বোনদের কাছে মুসলিম বন্ধুও আজ শত্রু হয়ে উঠছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্পে ঢাকছে বাংলার আকাশ বাতাস। আর এর ফলে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে শুধু মুসলিমদের কষ্ট হবে না, হিন্দুদেরও কষ্ট হবে,কষ্ট হবে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের। তাই সাম্প্রদায়িক কথা বার্তা না বলে রাজনীতির কথা বলুন।পকেট থেকে হিন্দুত্বের তাস সরিয়ে ফেলে মানুষের জন্য কথা বলুন। আপনার মতো একজন বিচক্ষণ নেতার মুখে এধরনের বিভেদমূলক কথা বার্তা মানায় না।হিন্দু মুসলিম ছেড়ে মানুষের জন্য কাজ করুন। একদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া,অন্যদিকে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ নেই।কৃষকের ফসলের দাম নেই।এসব নিয়ে তো আপনাকে কোনো কথা বলতে দেখছি না। শুধু হিন্দু মুসলিম করছেন ! এভাবে কি ক্ষমতায় আসা যায় ? রাজ্যের ৩০ শতাংশ মুসলিম ভোটারকে 'তৃণমূলী' তকমা দিয়ে দূরে সরিয়ে রেখে আপনি কি বার্তা দিতে চাইছেন ? সব মুসলিম কি তৃণমূল ? এটা কখনও হয় ? অনেক মুসলিম তো বিজেপিও করে। তাহলে আপনার মুখে এধরনের কথা কেন ? মুসলিমরা রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে তো ভোট ব্যাংক ছাড়া আর কিছুই নয়। উন্নয়নের মিথ্যা প্রচার ও প্রতিশ্রুতি মুসলিমদের নিয়ে যতটা হয় বাস্তবে কাজের কাজ কিছুই হয় না। আর এই মানুষ গুলোকে নিয়েই আপনারা রাজনীতি করছেন। সচেতনভাবে হিন্দু মুসলিম বিভেদ সৃষ্টি করছেন।বাংলার মানুষ কিন্তু অনেক সচেতন। কয়েকশো বছর ধরে এখানে হিন্দু মুসলিম পাশাপাশি বাস করছে।এখানে হিন্দু মুসলিম করে খুব একটা লাভ হবে বলে মনে হয় না। হয়তো সাময়িক অস্থিরতা তৈরি হতে পারে।তাই ক্ষমতায় আসার মোহে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক কথা বার্তা বলে শান্ত বাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টা করবেন না। লড়াই হোক ভাতের জন্য,জাতের জন্য নয়।

কাজ ফুরলেই পাজি

পার্থ পাল

এলাকার একটি বড়ো বিদ্যালয়। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও ভালো। শিক্ষক শিক্ষিকাও যথেষ্ট। সেখানে আলোচনাসভা বসাটা স্বাভাবিক। কিন্তু অস্বাভাবিক হল তার বিষয়- স্কুলছুট সমস্যা ! বিদ্যালয় চত্বরেই বড় স্থায়ী মঞ্চ। সামনেটা রঙিন টিন দিয়ে ছাওয়া। তার নিচে সুশৃঙ্খলভাবে দুইভাগে বসেছে ছাত্রছাত্রীর দল। আছেন অনেক অভিভাবকও। তারা বসেছেন প্লাস্টিকের চেয়ারে- পিছন দিকে। মঞ্চে রয়েছে চারটি চেয়ার। সেখানে আছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ব্লক শিক্ষা পরিদর্শক,জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভাপতি। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে চেয়ে স্কুলের পরিবেশ এখন বেশ থমথমে। প্রথমেই বলতে উঠলেন প্রধান শিক্ষক। তিনি বললেন, ''আমাদের স্কুলে, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় পনেরশো। সেই অর্থে ভালই। ক্লাস এইট পর্যন্ত এখানে কোনও ড্রপআউট নেই। অর্থাৎ যতজন পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয়,ততজনই চার বছর পরে ক্লাস নাইনে ওঠে। তারপরেই শুরু হচ্ছে সমস্যা। একশ জন নবম শ্রেণিতে ভর্তি হলে,দুবছর পর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে বিরাশি জন। অর্থাৎ প্রায় আঠারো শতাংশ ছাত্রছাত্রী ছিটকে যাচ্ছে। বিশেষ করে ছাত্রদের স্কুল আসার প্রবণতা কমছে।স্বাভাবিক দিনেও শ্রেণিকক্ষ থাকছে ফাঁকা ফাঁকা। ভয় দেখিয়ে বা বুঝিয়েও এ প্রবণতা রোখা যাচ্ছে না। একাদশ শ্রেণিতে ছেলেমেয়েদের এই অনিহা আরও বাড়ছে। এ সমস্যার মূল ঠিক কতটা গভীরে এবং এ সমস্যার সমাধানই কী-সে সম্পর্কে এখন বলবেন মাননীয় জেলা শিক্ষা আধিকারিক।''

তিনি বিশিষ্ট অতিথি। সজ্জন, কর্মযোগী। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, '' সমস্যাটা কোথায় তা জানি। সমাধানের উপায়ও তাই জানা। কিন্তু তাকে বাস্তবায়নের ক্ষমতা আমার নেই। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মিড ডে মিল চলে। বইখাতাও ফ্রি। ছাত্রছাত্রীরা ব্যাগ পায়,পোষাক পায়। নবম শ্রেণিতে উঠলেই সব বন্ধ। তারা দু'তিনটি বই সরকারের থেকে পায় বটে, কিন্তু তা সব পাওয়ার শূন্যতা মেটাতে পারে না। প্রকল্পগুলি নবম-দশমেও চালু

থাকলে স্কুলছুট কিছুটা কমত বলেই আমার মনে হয়। প্রধান শিক্ষক মহাশয় বললেন, ক্লাস ফাঁকা ফাঁকা থাকে। প্রতি দুপুরে রান্না করা গরম খাবার পেলে এ সমস্যাটাও কেটে যেত।

একাদশ, দ্বাদশে সমস্যাটা আবার অন্য। ছেলেমেয়ে বড়ো হচ্ছে। তাদের উপার্জনের ইচ্ছা জাগছে এবং কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনও হচ্ছে। তখন পড়ার পাশাপাশি ওরা হাতের কাজ ও বিভিন্ন মিস্ত্রির কাজ শিখতে চাইছে। এর পাশাপাশি আছে মোবাইল আসক্তি। সেই লাগামছাড়া নেশাকে তারা বাগে রাখতে পারছে না। তাছাড়া বর্তমান কর্মজগত ওদের সামনে আশাপ্রদ দিশা দেখাতেও ব্যর্থ। ওরা দেখতে পাচ্ছে বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই পড়া শেষে ডিগ্রি পেলেও চাকরি পাচ্ছে না। লক্ষ্যহীন নৌকা বেশিদূর এগোতে না পেরে চোরাঘূর্ণিতে তলিয়ে যায়। এখনকার একাদশ - দ্বাদশ পর্যায়ের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে বিনা পয়সায় পাওয়া সরকারপ্রদত্ত ট্যাবটি হল সেই চোরাঘূর্ণি। সরকারের ভালো উদ্দেশ্যকে এরা বিকৃতভাবে ব্যবহার করছে। আর..., সত্যি বলতে কী, ভালোমন্দ বিবেচনার বয়সই তো এদের এখনও হয়নি।তার ফল আমরা পাচ্ছি হাতেনাতে। পরিসংখ্যান বলছে মাধ্যমিক পাশ করেও এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রায় একষট্টি হাজার ছাত্রছাত্রী অনুপস্থিত! তবে, আমি আর বিশেষ কিছু বলব না। জানলাম, এই আলোচনাসভায় এমন বেশ 'স্কুলে-কম-আসা ' ছাত্রছাত্রী আছে। এবং আছেন কিছু অভিভাবকও। ওদের থেকে আমি কিছু শুনতে চাই।''

বিশেষ অতিথির আবেদনে একজন শিক্ষক একজন ছাত্রকে বলতে বললেন। ছাত্রটি এতক্ষণ একমনে ভিডিও গেম খেলছিল।তাতে ব্যাঘাত ঘটায় খানিক বিরক্ত হয়েও সে বলল, '' পড়ে চাকরি পাবো না। তেমন মাথা আমার নেই। তাই সময় নষ্ট না করে বিস্কুট কারখানায় কাজ করছি। মাঝে মাঝে স্কুলে আসি। ভবিষ্যতে উচ্চমাধ্যমিক পাশের সার্টিফিকেটটা কাজে লাগতে পারে,তাই। সরকারের 'তরুণের স্বপ্ন ' প্রকল্পের দশ হাজার টাকা পেয়ে গেছি। তাতে আমার দামী মোবাইল কেনার স্বপ্নটাও মিটেছে। এক দাদার কাছে টিউশন পড়ি। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাটা টেনেটুনে পাশ করতে হবে। আপাতত লক্ষ্য এটুকুই।''

একজন অভিভাবক তৈরিই ছিলেন। কর্ডলেশ মাইকটা হাতে নিয়ে তিনি বললেন, ''আমার ছেলেটাও ইলেভেনে পড়ে। ওকে গেঞ্জি ফ্যাক্টরিতে কাজে লাগিয়েছি। রফিকের বেটাটা ঠিকই বলেছে। মাথামোটাদের পড়াশোনা করা সময় নষ্ট ছাড়া কিছু নয়। ওই তো তপন বেনের ছেলেটা মাধ্যমিক পাশ করে পড়া ছেড়েছিল। এখন মদের দোকানের মালিক। রয়্যাল এনফিল্ড হাঁকিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর দীপকের মেয়েটা এমএসসি পাশ করেও বেকার। আমার মেয়েটারও মাথা ভালো নয়। বারো ক্লাসে পড়ে। পরীক্ষা দিক। তারপর কন্যাশ্রীর টাকাটা পেলেই বিয়ে দিয়ে দেবো।''

হঠাৎ মাননীয় জেলা শিক্ষা আধিকারিক উঠে পড়লেন । এবং ভীষণ তাড়া আছে জানিয়ে গাড়ির ধুলো উড়িয়ে বিদ্যালয় থেকে বিদায় নিলেন। (ঘটনাটি কাল্পনিক)

আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগে প্রধানের বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ !

নিজস্ব সংবাদদাতা - আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের।বোলপুরের রায়পুর সুপুর পঞ্চায়েতের নতুন গীত গ্রামে আবাস যোজনার বাড়ি পাওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে গত শুক্রবার সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের প্রধানের বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ স্থানীয়দের।অভিযোগ,যারা প্রকৃত পক্ষে বাড়ি পাওয়ার যোগ্য তাদেরকে বাড়ি দেওয়া হচ্ছে না। তার বদলে যাদের দোতলা ঘর রয়েছে তাদেরকে আবাস যোজনার বাড়ি দেওয়া হচ্ছে।যদিও সমস্ত কিছু পুরনো তালিকা অনুযায়ী হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধান।বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লক অফিসের নির্দেশ মতো সব হচ্ছে বলেই দাবি পঞ্চায়েত প্রধানের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ প্রশাসন এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ন্যাড়া পোড়া

প্রণব কুমার মাঝি

ন্যাড়া পোড়া দু দু বার,
আর কতো বার হবে?
দীপাবলি তে পোড়ার পরেও,
ক্ষান্ত নাহি রবে।
শীত কালে তে ন্যাড়া পোড়ায়
বেশ যে লাগে মিষ্টি ,
বসন্তে তে রঙের খেলায়
বেমানান,অনাসৃষ্টি।
রঙের খেলায় রঙ বৃষ্টি
বেশ তো যে হয় মজার,
বেমানান কে বয়ে নিয়ে,
কি দরকার চলার ?
হোক না শুরু খেলার পরে
মাথা খাটানোর পালা,
নতুন এর সেই আনন্দেতে
হোক না নতুন চলা।

বেসরকারি স্কুলের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত কমিশন ঃ ব্রাত্য

অরিজিৎ চক্রবর্তী - বেসরকারি স্কুল - কলেজের বিরুদ্ধে দিন দিন অভিযোগ বাড়ছে।কোথাও অত্যধিক ফি,কোথাও কর্পোরেট পানিশমেন্ট।এর চাপে ছাত্র - অভিভাবক সবাই শঙ্কিত।এই সব অভিযোগ খতিয়ে দেখতে রাজ্য সরকার একটি কমিশন গঠন করবে।শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বিধানসভায় জানিয়েছেন,এজন্য রাজ্য সরকার একটি বিল আনবে। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে একটি ট্রাইব্যুনাল থাকলেও তা যথেষ্ট নয়।বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্তে কমিশন গঠনে শিক্ষামন্ত্রী সকলের সহযোগিতা চান। বিরোধীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,এই বিল যাতে রাজভবনে পড়ে না থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে ।

ব্রাত্যবাবু জানান,রাজ্যের স্কুলগুলিতে ছাত্র - শিক্ষক অনুপাত গণনার কাজ চলছে। এই কাজ শেষ হলেই ছাত্রের সংখ্যা অনুযায়ী স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। তিনি বলেন, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অনেক স্কুলে পড়ুয়া বেশি অথচ সেই অনুপাতে

শিক্ষক নেই। ফলে পঠন - পাঠন ব্যাহত হচ্ছে । আবার অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষক বেশি,সেই অনুপাতে ছাত্র কম।এই অসামঞ্জস্য দুর করতে রাজ্য সরকার ছাত্র - শিক্ষক অনুপাত গণনার কাজ হাতে নিয়েছে।ডাক্তার ও অন্যান্য সরকারি কর্মীদের মতো শিক্ষকদেরও চাকরির প্রথম দিকে দূরবর্তী জায়গায় পোস্টিং হওয়া দরকার বলে ব্রাত্যবাবু মনে করেন।এই নীতি নিলে শিক্ষকদের চাহিদা অনুযায়ী বদলির চাপ কিছুটা কমবে।শিক্ষামন্ত্রী জানান,২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে প্রাথমিকে ৯ হাজার ১৬৫ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। বর্তমানে প্রাথমিকে ৫ হাজার ৬৩৫ টি শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে।আদালতে মামলার জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। মামলা মিটলেই দ্রুত নিয়োগ শুরু হবে। তিনি আরও বলেন,সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে রাজ্যে এখন কলেজের সংখ্যা ৫২২ । সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯। অন্যদিকে রয়েছে ১১ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের মধ্যে প্রথম ডায়মন্ডহারবারের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়।

আলু চাষীদের জন্য গোঘাটে হিমঘর তৈরি করতে এগিয়ে এলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী গফুর আলী খান

নিজস্ব সংবাদদাতা - হুগলি জেলার আরামবাগের গোঘাট থানার নকুন্ডা ও মান্দারন অঞ্চলের আলু চাষীদের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে এলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা চালকল মালিক গফুর আলী খান।এই অঞ্চলের আলু চাষের খ্যাতি থাকলেও,এতদিন হিমঘরের অভাবে চাষীদের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হতো।সেই সমস্যা দূর করতে নকুন্ডা বাজার এলাকায় একটি হিমঘর নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি।রবিবার হিমঘরটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে নকুন্ডা বাজার এলাকায় একটি দোয়ার মজলিসের আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার,আরামবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুপ্রভাত চক্রবর্তী,গোঘাট থানার আইসি মধুসূদন পাল, গোঘাটের প্রাক্তন বিধায়ক তথা হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য মানস মজুমদার, রাজ্য প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যবৃন্দ ,রাজ্য রাইস মিল এসোসিয়েশনের সম্পাদক এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, '' পশ্চিমবঙ্গে আলুর উৎপাদন যেভাবে বাড়ছে,তাতে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আলুর বীজ প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। আগামী দিনে আলু চাষীরা এই হিমঘর থেকে অনেক বেশি উপকৃত হবেন।''

গফুর আলী খানের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার চাষীরা। তাঁরা মনে করেন, এই হিমঘর নির্মাণের ফলে তাঁদের উৎপাদিত আলু সংরক্ষণ করা সহজ হবে এবং তাঁরা ন্যায্য দাম পাবেন। হিমঘরটি নির্মাণের ফলে স্থানীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। উপকৃত হবেন আলু চাষের সঙ্গে জড়িত শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা।

বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিবাইচন্ডী বিকিকিনি মাঠে অনুষ্ঠিত হল ধনিয়াখালি এমএলএ কাপের ফাইনাল খেলা।উপস্থিত ছিলেন ধনিয়াখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র,ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অর্পিতা বারিক,সহ সভাপতি সৌমেন ঘোষ,হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া,জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন, চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার,অভিনেত্রী সায়ন্তিকা ব্যানার্জি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বেআইনিভাবে চাষ করা পোস্ত গাছের চারা নষ্ট করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন - বেআইনি পোস্ত চাষের বিরুদ্ধে হুগলির পোলবা থানার আমনান গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় সোমবার জোরদার তল্লাশি অভিযান চালালো হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের পোলবা থানার পুলিশ।এই বিশেষ দলের নেতৃত্বে ছিলেন হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের ডিএসপি (ডিএন্ডটি)প্রিয়ব্রত বক্সী।উপস্থিত ছিলেন পোলবা থানার ওসি নাজিরউদ্দিন আলি সহ পোলবা থানার অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা।এদিন আমনান গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ডুবির ভেরি,কারিচা, ডাকাতিয়া ভেরি এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ।সেখানে কম বেশি ১০ - ১২ কাঠা জমির মধ্যে অবৈধভাবে চাষ করা পোস্ত গাছের চারা নষ্ট করে পুলিশ। হুগলি গ্রামীন জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,এ ধরনের পোস্ত চাষ করা সম্পূর্ণ বেআইনি।এর থেকে বিভিন্ন ক্ষতিকারক মাদকদ্রব্য উৎপাদিত হয়।তবে কে বা কারা এ ধরনের বেআইনি চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ এবং তাদের বিরুদ্ধে মাদক বিরোধী আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।ভবিষ্যতে এ ধরনের বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে হুগলি গ্রামীন পুলিশের অভিযান আরো চালানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

১০৩ কেজি গাঁজা সহ ধৃত ৭

নিজস্ব প্রতিবেদন - ১০৩ কেজি গাঁজা সহ ৭ জনকে গ্রেফতার করল পান্ডুয়া থানার পুলিশ,উদ্ধার ৪টি চার চাকা গাড়ি সহ নগদ ২,৯৯,৮০০ টাকা।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ক্রাইম জোনের মগরা ও পাণ্ডুয়া থানার অফিসার ও ফোর্স নিয়ে বিশেষ টিম গঠন করা হয়।এরপর অভিযানে নামে মগরা ও পান্ডুয়া থানার বিশেষ পুলিশ দল।সোমবার সন্ধ্যায় পান্ডুয়ার মণ্ডলাই গ্রামে রাস্তার ধারে একটি গোডাউনে অভিযান চালিয়ে চারটে চার চাকা গাড়ি উদ্ধার করে পুলিশ।এছাড়াও প্রায় ১০৩ কেজির বেশি গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে নগদ ২ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা।অভিযানে উপস্থিত ছিলেন হুগলি গ্রামীন পুলিশের ডিএসপি (ক্রাইম) অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র, আইসি (মগরা) দীপঙ্কর সরকার, সিআই (মগরা) সৌমেন বিশ্বাস, ওসি পান্ডুয়া পলাশচন্দ্র বিশ্বাস সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক বৃন্দ।

পুলিশের জালে বাইক চুরি কান্ডের মূল পান্ডা

নিজস্ব সংবাদদাতা - বাইক চুরি কান্ডের মূল অভিযুক্তকে গত শুক্রবার ৭ মার্চ গ্রেফতার করল বাঁকুড়া জেলা পুলিশ। অভিযুক্তের নাম সুরজ আলি খান,বাড়ি গড়বেতা।সুরজের সাগরেদ সাহাবুল গায়েনকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ।তাদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া ৩টি মোটর সাইকেল,৪টি মাস্টার কী, চুরি যাওয়া বিভিন্ন নম্বর প্লেট,নগদ ৬৮০০০ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,৪ নভেম্বর ২০২৪ ছাতনা থানা এলাকা থেকে একটি বাইক চুরির ঘটনা ঘটে,অভিযোগ দায়ের হয় পুলিশের কাছে। ঘটনার তদন্ত করতে নেমে গত শুক্রবার বাইক চুরির মূল পান্ডাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত আছে কিনা জানতে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মালদায় দেখা মিললো অস্ট্রেলিয়ার ঘাস পেঁচার !

নিজস্ব সংবাদদাতা - প্রায় ৫০ বছর পরে মালদায় গঙ্গা নদীর চরে দেখা মিললো অস্ট্রেলাসিয়ান গ্রাস আউলের।গত ৯ মার্চ পাখি পর্যবেক্ষকদের একটি দল মালদার গঙ্গার চরে অস্ট্রেলীয় ঘাস পেঁচার ছবি নথিভুক্ত করে।মালদা বন বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত চার মাসব্যাপী পাখি জরিপের ফলে এটি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। মালদা বন বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত জরিপের সময়, মালদা গ্রিন পিপলস ইন্ডিয়া এবং কলকাতার বার্ডওয়াচার্স সোসাইটির সহযোগিতায়, সন্দীপ দাস, স্বরূপ সরকার এবং সৈকত দাসের সাথে ৯ মার্চ ২০২৫ তারিখে সন্দীপ দাস প্রথম এই প্রজাতির পাখির ছবি রেকর্ড করেছেন।বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে এই প্রজাতির পাখি খুব কমই রেকর্ড রয়েছে। ১৯৮০ সালে প্রকাশিত বিখ্যাত পাখি পর্যবেক্ষক অজয় হোম তার ক্ষ্মচেনা ওচেনা পাখিক্ষ্ম বইয়ে শান্তিনিকেতনে এর উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছিলেন।মালদার বিভাগীয় বনাধিকারিক জিজু জেসফার জানিয়েছেন, ৯ থেকে ১১ মার্চ জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে বন বিভাগের একটি যৌথ দল বিভিন্ন প্রজাতির পাখিদের অবস্থান এবং উপস্থিতি পুনঃনিশ্চিত করার জন্য গঙ্গার চর পরিদর্শন করেন। সেখানেই এই ধরনের বিলুপ্ত প্রজাতির পাখির দেখা মিলেছে।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

খবর সোজাসুজি পত্রিকার উদ্যোগে ২৩ মার্চ,রবিবার শিপতাই মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দিরে আয়োজিত হতে চলেছে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা,আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

- **বসে আঁকো প্রতিযোগিতা-**
- তারিখ - ২৩ মার্চ, রবিবার
- সময় - দুপুর ১ টা
- স্থান - শিপতাই মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দির

শিপতাই, জামালপুর,পূর্ব বর্ধমান

- ‘ক’ বিভাগ - চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত

বিষয় - একটি গাছের ছবি সময় - ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

- ‘খ’ বিভাগ - পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত

বিষয় - ফেরিওয়ালা
সময় - ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

- ‘গ’ বিভাগ - সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত

বিষয় - বৃক্ষ রোপন
সময় - ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

- ‘ঘ’ বিভাগ - নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত

বিষয় - বসন্ত উৎসব
সময় - ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

- ‘ঙ’ বিভাগ - সর্বসাধারণ

বিষয় - আল্পনা
সময় - ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

- **নিয়মাবলী** -

১. প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য আগাম নাম লেখাতে হবে। বৃহস্পতিবার, ২০ মার্চের মধ্যে হোয়াটস অ্যাপে অথবা ফোন করে নাম লেখাতে হবে।এন্ট্রি ফি ২০ টাকা। হোয়াটস অ্যাপ ও ফোন নং - ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

২. কে কোন্ শ্রেণীতে পড়ো, তার প্রমাণপত্র সঙ্গে আনতে হবে এবং তার এক কপি জেরক্স জমা দিতে হবে।

৩.প্রতিযোগীদের শুধুমাত্র কাগজ দেওয়া হবে।অঙ্কন ও আলপনার সরঞ্জাম প্রতিযোগীকে আনতে হবে।

৪.প্রত্যেক প্রতিযোগীকে বেলা সাড়ে বারোটার মধ্যে এসে প্রবেশ পত্র সংগ্রহ করতে হবে।

৫.পেন্সিল স্কেচ চলবে না, রং করা পূর্ণাঙ্গ ছবি জমা দিতে হবে।

৬.বিকেল ৪ টের পর ফলাফল প্রকাশিত হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে।

- **আলোচনা সভা**
- সময় - বিকাল ৩ টা
- আলোচ্য বিষয়

সাক্ষী পঁচিশ,বইয়ের পাতা,উড়লো যেন ফানুস,
বোঝার আগেই,ভাবলি বোঝা,ওরে বহুরূপী মানুষ।

- **আলোচক** -

১.কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক, শিপতাই মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দির
২.জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী, সম্পাদক,’শুধু সুন্দরবন চর্চা’ পত্রিকা
৩.ড.বাণী প্রসাদ সেন, প্রাক্তন অধ্যক্ষ,আরামবাগ গার্লস কলেজ

- **পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান**
- সময় - বিকাল ৪ টা
- যোগাযোগ

নং- ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

সকলকে সাদর আমন্ত্রণ।

রাজ্য প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হাই জাম্পে প্রথম ধূপগুড়ির সবুজ

নিজস্ব সংবাদদাতা - প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উচ্চ লম্ফনে রাজ্য সেরা ধূপগুড়ির সবুজ।নিজের পছন্দের ইভেন্ট হাইজাম্পে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ধূপগুড়ি শহরের আর আর প্রাইমারি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র সবুজ শীল।সবুজের এই জয়ের খবরে খুশির হাওয়া শহর জুড়ে।গতবছর রাজ্য স্তরে হাইজাম্পে তৃতীয় হয়েছিল সবুজ।উল্লেখ্য ফ্রেবুয়ারি মাসের ৫ তারিখ কান্দিতে জেলা স্তরের খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সবুজ।রাজ্য স্তরের খেলায় এবছর বাজিমাত করবে সুবজ সেটাই আশা করেছিল শিক্ষকরা।সবুজের সাফল্যের খবর আসতেই পরিবারের সকলে খুশিতে মেতে উঠে।শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের গোবিন্দ পল্লীতে সবুজের বাড়ি।তার বাবা পেশায় একজন ব্যবসায়ী। এবছর পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে প্রাইমারি স্কুলের রাজ্য স্পোর্টস আয়োজিত হয়েছিল।জলপাইগুড়ি জেলার হয়ে একমাত্র সবুজ শীল অংশগ্রহণ করেছিল দুটি খেলায়।সেখানে হাইজাম্পে সোনা জেতে ধূপগুড়ির সবুজ শীল।সোনা জিতে গতবারের আক্ষেপ মেটালো ধূপগুড়ি আর আর প্রাইমারি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র সবুজ।তবে সামান্য ব্যবধানের জন্য ১০০ মিটার দৌড়ে পদক পায়নি সবুজ শীল।সবুজ শীলের বাবা শংকর শীল

বলেন,অনেক কষ্ট করে ছেলে সাফল্য লাভ করেছে।আমরা ভীষণ খুশি।এখানে পরিকাঠামো নেই।তবুও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চেষ্টাতে সবুজ এগিয়ে চলছে।ধূপগুড়ি পুরসভার বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের চেয়ারপার্সন ভারতী বর্মন বলেন,আমরা সবুজের পাশে থেকে কিভাবে ওর প্রতিভাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই চেষ্টা করবো।সবুজকে এদিন সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা জয় করে মানবসেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হরিমোহন রায়

নিজস্ব সংবাদদাতা - আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের ধনিরামপুর ২ নং অঞ্চলের বানিয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা হরিমোহন রায় নিজের শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে এক মহান মানবসেবকের ভূমিকা পালন করে চলেছেন।অর্থনৈতিক কষ্ট আর শারীরিক সীমাবদ্ধতা তাঁর পথ আটকাতে পারেনি।এখন পর্যন্ত ৫৪ বার রক্তদান করে তিনি অসংখ্য মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। তাঁর এই অসাধারণ মানবিক কাজের জন্য এলাকার মানুষ ভালোবেসে তাঁকে ক্ষ্মমিনি ব্লাড ব্যাংকক্ষ্ম নামে ডাকেন।পেশায় দিনমজুর হরিমোহন রায় প্রতিদিনের জীবনযাত্রার জন্য যে কোনো কাজ গ্রহণ করেন। তাঁর একটি পা ছোট, যার কারণে স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলায় অসুবিধা হয়। তবু তিনি কৃষিকাজের মজুর সহ নানা পরিশ্রমী কাজে যুক্ত থাকেন। তবে তাঁর আসল পরিচয় এক নিঃস্বার্থ রক্তদাতা হিসেবে। যখনই কোনো রোগীর রক্তের প্রয়োজন হয়, তিনি নিজের কাজ ফেলে ছুটে যান সাহায্য করতে।অভাবের সংসার, স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে হরিমোহন রায়ের জীবনসংগ্রাম সহজ নয়। কিন্তু তবুও তিনি নিজের কষ্ট ভুলে মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর এই মহানুভবতা ও ত্যাগ সমাজের জন্য এক বিশাল অনুপ্রেরণা।সর্বস্তরের মানুষ তাঁর এই মহৎ উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়ে বলেছেন,মানবতার প্রকৃত উদাহরণ হলেন হরিমোহন রায়। তাঁর মতো মানুষরা সমাজের আলোকবর্তিকা।

দাদাগিরির অভিযোগ সিভিক ভলেন্টিয়ারের বিরুদ্ধে !

নিজস্ব সংবাদদাতা - সিভিক ভলেন্টিয়ারের দাদাগিরিগ্ধ ! দাবি মত টাকা না দেওয়ায় একটি বোলেরো পিক আপ ভ্যানের চালককে ক্যাম্পের ভেতর ঢুকিয়ে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ।সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিও। যদিও ভিডিও’র সত্যতা যাচাই করেনি খবর সোজাসুজি।হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন গাড়ির চালক।রুহুল আলি নামে ওই গাড়ি চালকের অভিযোগ, উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলা থেকে গত বৃহস্পতিবার বিকেলে গাড়িতে করে গরু নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুরের মাড়াডান্গী এলাকায় আসছিলেন তারা।হরিশ্চন্দ্রপুর থানার রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেলা বাড়ি নাকা চেকপোস্টের সামনে গাড়িটি দাঁড় করান সিভিক ভলেন্টিয়াররা। ১০০০ টাকা দাবি করা হয়।৫০০ টাকা দিতে রাজি হয়ে ছিলেন ওই লরিচালক।এতেই ক্ষেপে গিয়ে ওই লরি চালককে গাড়ি থেকে নামিয়ে ক্যাম্পের ভিতর নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। মারধর করার সেই ভিডিও ইতিমধ্যেই সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। এই ঘটনায় ঐ তিন সিভিক ভলেন্টিয়ারের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে।প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে অভিযুক্ত তিনজন সিভিককে ক্লোজ করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

(প্রথম পাতার পর)

এক নজরে

৩০ জন এবং ছাত্র ৯ জন।মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৮৩৪ জন,পরীক্ষা কেন্দ্রে হাজির ৭৯৫ জন।গরহাজিরার খাতায় কন্যাশ্রীর সংখ্যা বেশি কেন, উঠছে প্রশ্ন।

- রাস্তা দিয়ে রকেট গতিতে ছুটছে ট্রাক্টর ও ইঞ্জিন ভ্যান।আলু তোলার মরসুমে গাড়ির গতি যেন হঠাৎ বেড়ে গেছে।সাবধানে পথ চলুন।তা না হলে যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।
- রমজান মাস পড়তে না পড়তেই ফলের বাজার আগুন।নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামও হঠাৎ বেড়ে গেল।বিপাকে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ।টাস্ক ফোর্স বাজারে নামুক,চাইছেন জনগণ।
- তীব্র উস্কানিমূলক কথা বার্তা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর।বিজেপি ক্ষমতায় এলে মুসলিম বিধায়কদের চ্যাংদোলা করে রাস্তায় ফেলে দেওয়ার হুঁশিয়ারি ! ভারতের মতো গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দেশে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা কি উস্কানিমূলক কথা বার্তা বলতে পারেন ? উঠছে প্রশ্ন।
- ধনেখালির মির্জানগর সাহেব হাটতলা এলাকায় বৃহস্পতিবার দু’টি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৫৫০ কেজি নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করল হুগলি জেলা পুলিশ।বেআইনিভাবে বাজি তৈরি ও মজুত করার অভিযোগে দু’জনকে আটক করেছে পুলিশ।

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ধনেখালি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে !

নিজস্ব সংবাদদাতা - অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ধনেখালি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। ব্যবহার অযোগ্য হাসপাতালের পায়খানা-বাথরুম। পায়খানা ঘরের দেওয়ালে পোকায় ভর্তি।কোনটাতে আবার কোমোট-ই নেই,শুধু পাইপ ঝুলছে।কোমোট ভেঙে পড়ে আছে। সারাবার কোনো উদ্যোগ নেই।সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে পড়বে টয়লেটে ঢুকলে।এ সব দিকে নজর নেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের, অভিযোগ। হাসপাতাল চত্বরে যত্রতত্র পড়ে আছে ময়লা আবর্জনা, আগাছায় ভর্তি। দীর্ঘদিন পরিষ্কার না করার ফলে ড্রেন গুলো মশার আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্রের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এবং ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় বছর খানেক আগেই ধনেখালি গ্রামীণ হাসপাতাল উন্নীত

হয়েছে ঝাঁ চকচকে ধনেখালি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই সেই ঝাঁ চকচকে হাসপাতাল চত্বর নোংরা আবর্জনায় ভর্তি,বাউন্ডারি ওয়ালের বাইরেও আগাছায় ভর্তি। অপরিষ্কার বাথরুম। একদম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। অনেকেই বলাবলি করছেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ করছেন টা কি ? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কি জেগে ঘুমাচ্ছেন ? হাসপাতালে সুইপার আছে,কিন্তু তাদেরকে ঠিক মতো পরিচালনা করার দায়িত্বটা কার ? হাসপাতালে ৫/৬ জন সুইপার থাকতেও হাসপাতালের কেন এই হাল,উঠছে প্রশ্ন।

মাতলা নদীর চরে ম্যানগ্রোভ ধ্বংসের অভিযোগ !

নিজস্ব সংবাদদাতা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলী ব্লকের গোপালগঞ্জ অঞ্চলের মাতলা নদীর চরে ম্যানগ্রোভ কাটার অভিযোগ স্থানীয় হোমস্টের মালিকের বিরুদ্ধে।উল্লেখ্য মাতলা নদীর চর যেখানে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প ম্যানগ্রোভ লাগাও কর্মসূচীতে বহু ম্যানগ্রোভ লাগানো হয়েছে,পুরো নদীর চরটা ঘিরে রয়েছে বড় বড় ম্যানগ্রোভে, হঠাৎ দেখা যায় গত রবিবার থেকে এলাকার প্রভাবশালী হোমস্টের মালিক মাসুদ হোসেন মোল্লা তিনি গাছ কাটা শুরু করেন,অভিযোগ।এলাকার মানুষ প্রতিবাদ করলেও কারোর কথায় কান না

দিয়ে তিনি গাছ কাটা চালিয়ে যান বলে অভিযোগ।খবর দেওয়া হয় প্রশাসন এবং বনদপ্তরকে।ঘটনাস্থলে আসেন পিয়ালী বিটের আধিকারিক ও কুলতলী থানার পুলিশ।তবে মাসুদ হোসেন মোল্লার দাবি, তিনি এ গাছ কাটেননি।এই গাছ কে কেটেছে তা তার জানা নাই। কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমির কর্মাধ্যক্ষ শাহাদাত শেখ বলেন দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com